দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 JUN 2008
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৬

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও স্থগিতের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন

—শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট

স্টাফ রিপোর্টার : বেসরকারী স্কুল, কলেজ, কারিগরি শিক্ষা/প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও স্থগিতের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে পূর্বের প্রচলিত নিয়মে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ফলাফল উন্নয়নের জন্য ৩ বছর সময় দিতে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট এক বিবৃতিতে সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছে। বেসরকারী ও সরকারী উভয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা পাবলিক পরীক্ষায় কেন ফল খারাপ করে তার কারণ নির্ণয় করে প্রতিকারের পন্থা নিরূপণের জন্য নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করতেও ফ্রন্ট সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে। শিক্ষার্থীদের অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্য শিক্ষকরা এককভাবে দায়ী নয়।

ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বলেন, কর্মরত শিক্ষকদের অমানবিকভাবে বিনা বেতনে কাজ করতে বাধ্য করা সমস্যার সমাধান নয়। বরং প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি, শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং মন্ত্রণালয়ের নিত্যনতুন সিদ্ধান্ত দলীয় ও আঞ্চলিক চাপে, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের প্রতিষ্ঠানের অংশ পরিশোধের বাধ্যবাধকতায় অযোগ্যদের পরীক্ষায় অংশ নেয়ার অনুমতি দানসহ বিভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতি আমলে নিয়েই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। ইতিপূর্বেও পরপর ৩ বছরের খারাপ ফলাফল দেখার পর এমপিও স্থগিতের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। ক্ষেত্রবিশেষ মানবিক বিবেচনায় সময় বৃদ্ধিও করা হতো। বিবৃতিতে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়।

বিবৃতিদাতারা হলেন- ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, আহ্বায়ক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান, অধ্যাপক আসাদুল হক, অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুর রশিদ, বিলকিস জামান, এস এম এ জলিল, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, মাহবুব-উল-আলম তালুকদার, যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আফজাল মিএগ, এম আরজু, জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রমুখ।